সমকাল
তারিখ ... 15 SEP 2013

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এখন 'ব্যবসা' : বাড়ছে অস্থিরতা

■ সাব্বির নেওয়াজ

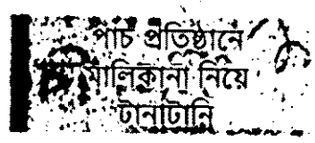

আইনে 'অলাভজনক প্রতিষ্ঠান' বলা হলেও বাস্তবে দিনে দিনে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা বিপুল লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছে। এরই কারণে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকানা নিয়ে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ছেন ট্রাস্টি বোর্ড সদস্যরা। দ্বন্দ্বের কারণে ট্রাস্টি বোর্ড সদস্যরা নিজের ইচ্ছামতো বিভিন্ন স্থানে ক্যাম্পাস খুলে ব্যবসা শুরু করেছেন। দেশের বিশিষ্ট

পাঁচ প্রতিষ্ঠানে মালিকানা নিয়ে টানাটানি

শিক্ষাবিদরা এ অবস্থাকে অরাজকতা হিসেবেই দেখছেন।

বর্তমানে দেশে ৭১টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। সম্প্রতি আরও সাতটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করা হয়েছে। শিক্ষা বিস্তারের চেয়ে কেবল 'রাজনৈতিক বিবেচনায়' বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দেওয়ায় মালিকানা নিয়ে গোল বাধলে সরকারও যথাযথ ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ১

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এখন 'ব্যবসা' : বাড়ছে অস্থিরতা

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

ভূমিকা রাখতে পারছে না। রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে পার পেয়ে যান দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়া ব্যক্তিরা। কেউ কেউ আবার উচ্চ আদালতে মামলা দায়ের করে আইনি জটিলতায় জড়িয়ে ফেলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে (ইউজিসি)। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, এই মুহূর্তে কমপক্ষে দেশের পাঁচটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে মালিকানা নিয়ে চলছে ব্যাপক টানাহেঁচড়া। এ কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থিরতা লেগেই রয়েছে। পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ যে, কোথাও বিবদমান মালিকরা একে অপরের শত্রুতে পরিণত হয়েছেন। বিভক্ত হয়ে তারা পরস্পর পৃথক ক্যাম্পাস চালাচ্ছেন, আবার কোথাও মূল মালিককে একেবারেই বের করে দেওয়া হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কার্যক্রম থেকে। বিভক্ত প্রতিটি মালিকপক্ষই নিজেদের 'মূল মালিক' বলে দাবি করে পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করছেন। মালিকানার এ দ্বন্দ্বের ফাঁদে পড়ে শিক্ষার্থীরাও দিশেহারা। তারা বুঝতে পারছেন না, কোন ক্যাম্পাস বৈধ আর কোনটি অবৈধ।

জানা গেছে, বিবদমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য সরকারের পক্ষ থেকে বারবার তাগিদ দিয়েও সফল হওয়া যায়নি। মালিকরা বিষয়টি আমলে নেননি। বরং তারা অনেক ক্ষেত্রেই ইউজিসি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক শ্রেণীর দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাকে হাত করে নিজেদের অপকর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন। সংশ্লিষ্টরা জানান, এ ক্ষেত্রে বেশি বেপরোয়া শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখার একজন সিনিয়র সহকারী সচিব। তবে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, মালিকানার দ্বন্দ্ব আমরা আর দেখতে চাই না। উচ্চশিক্ষা নিয়ে কেউ প্রতারণা করুক বা কোনো শিক্ষার্থী ভর্তি হয়ে প্রতারিত হোক তা চাই না। এ ধরনের কাজ যারা করবে তারা কেউই রেহাই পাবে না। তিনি বলেন, এ ব্যাপারে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে। শেষ মুহূর্তে হলেও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার মান যাচাইসহ বৈধতা দেখা হবে। কারা থাকবেন, কারা থাকবেন না তা গণমাধ্যমে প্রকাশ করা হবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নথিপত্রে দেখা গেছে, বর্তমানে মালিকানার দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়া পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে- প্রাইম ইউনিভার্সিটি, ইবাইস ইউনিভার্সিটি, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ও দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়। সবচেয়ে নাজুক অবস্থা বিরাজ করছে দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে কমপক্ষে পাঁচটি পক্ষ রয়েছে যারা নিজেদের 'প্রকৃত মালিক' দাবি করে ক্যাম্পাস চালাচ্ছে। ঢাকা শহরের অলিগলিতে রয়েছে ক্যাম্পাস। ঢাকার বাইরেও শত শত ক্যাম্পাস চালাচ্ছেন বিভিন্ন পক্ষ। অথচ এ একটি মাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মহামারীর মতো বিস্তৃত কার্যক্রম বন্ধে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন করেও সরকার সফল হয়নি। সংশ্লিষ্টরা জানান, তদন্ত কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়টি ভেঙে দেওয়ার জন্য একটি মাত্র সুপারিশ করে। পরে ওই সুপারিশের ওপর আইন মন্ত্রণালয়ের মতামত চেয়ে ইতিবাচক সাড়া মেলেনি। মালিকানা দ্বন্দ্ব নিয়ে বিপজ্জনক পর্যায়ে যাওয়া আরেকটি প্রতিষ্ঠান হচ্ছে প্রাইম ইউনিভার্সিটি। সরকার মিরপুরের ঠিকানায় এ বিশ্ববিদ্যালয়টি অনুমোদন দেয়। সেখানকার কর্তৃপক্ষ উত্তরার বিএনএস সেন্টারে একটি ক্যাম্পাস খোলে। এরপর এক পর্যায়ে মিরপুর অংশের কিছু ট্রাস্টিকে নিয়ে উত্তরা গ্রুপ নিজেদের আলাদা শক্তি হিসেবে দাঁড় করায়। এমনকি তারা সর্বশেষ ২০১০ সালের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুযায়ী ট্রাস্টি বোর্ডও গঠন করে। এভাবে মালিকানার ওপর শক্ত দাবি নিয়ে আবির্ভূত হয় উত্তরা গ্রুপ। তারা ক্যাম্পাস ভাড়া নিয়ে বর্তমানে গোটা বিশ্ববিদ্যালয়েরই মালিকানার দাবি করে। উভয় গ্রুপের মামলা-পাল্টা মামলায় অবস্থা এতই শোচনীয় যে, ইউজিসি শেষ পর্যন্ত তাদের ওয়েবসাইটেও মূল মালিক কোন পক্ষ সে ঠিকানা মুছে দিয়েছে।

এ ব্যাপারে একটি পক্ষ জানান, তারা মোট ২১টি বিষয়ে শিক্ষার্থী ভর্তি করে লেখাপড়া করাচ্ছেন। ...

রায় তাদের পক্ষে। অপর পক্ষের ভিসি পিসি সরকার কোনো বক্তব্য দিতে রাজি হননি।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক ট্রাস্টি বোর্ড এবং সিন্ডিকেট থাকার কোনো বিধান আইনে নেই। উল্লিখিত দুটিসহ দি পিপলস ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশসহ অন্যদের একাধিক ট্রাস্টি বোর্ড এবং সিন্ডিকেট রয়েছে। স্বার্থের দ্বন্দ্বে মালিকরা বিভক্ত হয়ে আলাদা আলাদা ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। জানা যায়, ইবাইস ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাতা ও ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন অধ্যাপক ড. জাকারিয়া লিংকন। তিনি ২০০২ সালের ৬ আগস্ট সরকার থেকে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন নিয়ে ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকায় অস্থায়ী ক্যাম্পাস স্থাপন করে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করেন। ২০১১ সালের শেষের দিকে বিশ্ববিদ্যালয়টি জোর করে দখলে নেন জাকারিয়া লিংকনের ভাই কাওসার হোসেন কমেট। তার সঙ্গে দেশের একজন শিল্পপতির ছেলেও যুক্ত হন। এরপর উভয়পক্ষে শুরু হয় মামলার প্রতিযোগিতা। তবে সর্বশেষ গত ৪ জুন সর্বোচ্চ আদালতের আপিল বিভাগ ইবাইস ইউনিভার্সিটির সব কার্যক্রম মোহাম্মদপুর, মোহাম্মদিয়া হাউজিং সোসাইটির প্রধান সড়কের ২৭ নম্বর বাড়িতে পরিচালনার রুলনিশি জারি করেন বলে জানা গেছে। এতে এখন প্রতিষ্ঠানটির ধানমণ্ডির ক্যাম্পাস বন্ধ হওয়ার কথা। এই একই পরিণতি হয়েছে বহুল বিতর্কিত এশিয়ান ইউনিভার্সিটির। ওই ইউনিভার্সিটির মালিক ও ভিসি আবুল হাসান মো. সাদেকের ভাই দখলে নেন বিশ্ববিদ্যালয়টি। এ নিয়ে উভয়পক্ষে টানাপড়েন চলছে। অভিযোগ রয়েছে, বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষায় সনদ বাণিজ্যের পথিকৃৎ এ বিশ্ববিদ্যালয় এবং এর ভিসি।

দ্বিতীয়বারের মতো ভিসি হতে ব্যর্থ হয়ে সাবেক রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের স্ত্রী অধ্যাপক আনোয়ারা বেগম ২০১১ সালের শেষের দিকে অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কয়েকবার দখলে নেওয়ার চেষ্টা চালান। এক পর্যায়ে গত বছরের ৮ জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় ধানমণ্ডির ক্যাম্পাসে কয়েকজন শিক্ষককে লাঞ্ছিত করা হয় এবং ক্যাম্পাস দখলের উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালানো হয়। এরপরই বনানীর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের শিক্ষার্থীরা আন্দোলনে নামেন। ওই বিরোধ আজও নিষ্পত্তি হয়নি। তবে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধেও রাজধানীর পান্থপথ, মিরপুর, মতিঝিলসহ বিভিন্ন স্থানে অবৈধ ক্যাম্পাস খোলার অভিযোগ রয়েছে। এ বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার সঙ্গে ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের একাধিক সাবেক নেতা বর্তমানে জড়িত।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০-এর ১৫ ধারায় উল্লেখ আছে, 'প্রত্যেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনার জন্য একটি বোর্ড অব ট্রাস্টিজ (ট্রাস্টি বোর্ড) থাকবে এবং বোর্ডের সদস্যদের মধ্য থেকে একজন বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সভাপতি নির্বাচিত হবেন'। কিন্তু অভিযুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রতিটিতেই দুই থেকে পাঁচটি পর্যন্ত বোর্ড অব ট্রাস্টিজ আছে। তারা নিজ নিজ উদ্যোগে উপাচার্য নিয়োগ দিয়ে শিক্ষা ও সনদ দিয়ে যাচ্ছেন। অভিযোগ আছে, অভিযুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কোনো এক পক্ষকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সহায়তা করলে, অপর পক্ষকে সহায়তা করছে ইউজিসি। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রকৃত মালিকানা শনাক্তের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না। ইউজিসি কোনো একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে গণবিজ্ঞপ্তি জারি করলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখার কর্মকর্তারা অবৈধ সুবিধা নিয়ে সেই প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে শিক্ষা সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী জানান, মালিকানার দ্বন্দ্বে জড়িত প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়কে তাদের দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য এর আগে সময় দেওয়া হয়েছে। আদালতে মামলা মোকদ্দমা করে নানা জটিলতা সৃষ্টি করা হচ্ছে। তারপরও দ্বন্দ্ব নিরসনে ব্যবস্থা নেওয়া ...